ইউনিট ৫: বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় প্রশাসনিক প্রেক্ষিত: উনিশ ও বিশশতক

Administrative Perspectives of Education in British India: Ninetieth and Twentieth Century

ভূমিকা

উনিশ শতকের শুরুতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোম্পানী ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নৈতিক দায়িত্ব কোন দিন স্বীকার করে নাই। বারানসী সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১) ও কলিকাতা মাদ্‌রাসা (১৭৮০) প্রভৃতি স্থাপনে কোম্পানীর উদ্যোগ থাকলেও দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোন সুনিদিষ্ট সরকারী নীতিমালা ছিল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় সনদে ভারতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে শর্ত থাকে যে ব্রিটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনর্জীবন ও উন্নতি বিধান, পন্ডিতদের উৎসাহদান এবং এদেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন কল্পে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচ মিটিয়ে বছরে একলক্ষ টাকা খরচ করবে। এটাই ভারতে সরকারীভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ। ইতিপূর্বে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করলেও শিক্ষা যে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব, একথা স্বীকার করেনি। ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ১৮১৩ সালের সনদ আইনে শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয়- এই তিনটি দায়িত্ব শাসক কর্তৃপক্ষ থেকে প্রথমবারের মত স্বীকৃতি পেল।

বর্তমান ইউনিটে বৃটিশ ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্তে শিক্ষা প্রশাসন কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এই ইউনিটটিকে নিম্নোক্ত তিনটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ ভারতে শিক্ষামূলক নীতি ও প্রশাসন

পাঠ ৫.২: ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ ভারতে শিক্ষামূলক নীতি ও প্রশাসন

পাঠ ৫.৩: বিশ শতকে বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় প্রশাসনিক প্রেক্ষিত

পাঠ ৫.১: ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ ভারতে শিক্ষামূলক নীতি ও প্রশাসন
British Indian Educational Rules and Administration in the First-Half of Ninetieth Century

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা বিষয়ে বৃটিশ সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন

১৮১৩ সালের সনদে ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্ধ হয়েছিল। কোটী কোটি ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা যে নিতান্ত সামান্য ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক দেরীতে হলেও বিদেশী শাসকেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাসের কাজ আরম্ভ করেন। ১৮১৩ সালের ৩১ শে জুলাই বাংলার দশজন সিভিলিয়ান নিয়ে General Committee of Public Instruction (G C P I) নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই শিক্ষা সভার উদ্দেশ্য ছিল- ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন প্রথম সভাপতি এবং ডাঃ হোরেস উইলসন প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষাখাতের পুরো বরাদ্দ কমিটির হাতে ন্যস্ত করে। এসঙ্গে সরকারী প্রাইমারী স্কুল, মাদ্‌রাসা ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কমিটির উপর এসে পড়ে। নিম্নে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে শিক্ষা পরিশাসন ও পরিচালন

উত্তর-পূর্ব ভারত

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুসারে প্রথমেই কমিটি কলিকাতা ও বারানসী সংস্কৃত কলেজের পূনর্গঠন করেন। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা, দিল্লী ও আগ্রার ওরিয়েন্ট্যাল কলেজগুলি প্রতিষ্ঠা (১৮২৪খ্রী:) করেন। এছাড়া কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদানসহ নবদ্বীপের টোলগুলিতে মাসিক ১০০ টাকা অনুদান এবং অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছু কিছু অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কমিটি ১৮২৪ খ্রী: কলিকাতায় সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রী: মধ্যে ১৫টি সংস্কৃত, ৩টি হিন্দী, ৪টি ফার্সী এবং ২টি আরবি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

কমিটি কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতিমালা ঘোষণা

১৮২৪ খ্রী: কমিটি শিক্ষা বিষয়ে নতুন নির্দেশনামা জারী করে ঘোষণা করেন যে, এবার থেকে শুধুমাত্র প্রাশ্চাত্য শিক্ষায় সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে। কমিটির এই নিদের্শনামা আরো জোরদার হল ১৮২৭ সনের ঘোষণায়। ঘোষণায় বলা হল- ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে সুদক্ষ কর্মচারী তৈরি করাই হবে সরকারী শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। তাই কমিটি ধীরে ধীরে প্রাচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ১৮২৪ খ্রী: কলিকাতা মাদ্‌রাসায়, ১৮২৭ খ্রী: কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে, ১৮২৮ খ্রী: দিল্লী কলেজে, ১৮৩০ খ্রী: বারানসী

সংস্কৃত কলেজে, ১৮৩৪ খ্রী: মুর্শিদাবাদ কলেজে ইংরেজি শিক্ষার নতুন সেমিনার সংযোজন করে। ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য দিল্লী ও বারানসীতে দুইটি জিলা স্কুল স্থাপিত হয়। এতদব্যতীত এই সময়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ১৮৩৫ খ্রী: কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মেডিকেল কলেজ। ১৮৩৭ খ্রী: জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অধীনে ৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৪১ খ্রী: জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বাতিল করে পরবর্তী বৎসর (১৮৪২ খ্রী:) কাউন্সিল অব এডুকেশন (Council of Education) প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন কাউন্সিলকে সরকারী ডিপার্টমেন্ট এর মর্যাদা দেয়া হয়।

কাউন্সিল অব এডুকেশন

১৮৪৪ খ্রী: গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ এক প্রস্তাবনায় ঘোষণা করেন যে কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হবে। উপরন্তু ১০১টি স্কুল স্থাপন ও এইগুলির সুষ্ঠু পরিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেন। এ বছরই লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে গণিত, বাংলা, ভূগোল ও ইতিহাস পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভার্নাকুলার স্কুলে ছাত্র বেতন ধার্য করা হয় ছাত্রপ্রতি একআনা। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল ২৬টি ছাড়া বাকী ভার্নাকুলার স্কুল উঠে গেছে। কারণ গ্রামের মানুষ সাহেবদের বিশ্বাস করত না। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম্য ভার্নাকুলার স্কুলে ছাত্র জুটত না। ১৮৪৭ খ্রী: কলিকাতায় একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপন করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ১৮৫২ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশন কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮৫৪ খ্রী: বাংলাদেশে ৩৩টি অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তবে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দশত।

বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি, বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি ও এগুলোর কার্যক্রম

বোম্বে প্রেসিডেন্সি

কোম্পানীর শিক্ষা উদ্যোগ এতদিন উত্তরপূর্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশওয়া শাসনের অবসান হলে বোম্বাই প্রদেশ গঠিত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পুনা সংস্কৃত কলেজ পরিচালনাই ছিল সরকারের প্রধান শিক্ষা উদ্যোগ। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় সৈনিক সন্তানদের শিক্ষার জন্য গড়ে উঠেছিল বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি। এখানে ভারতীয় ছাত্রও ভর্তি হতে পারত। পরবর্তী কালে ভারতীয় ছাত্র বৃদ্ধি পেলে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এলফিনষ্টোনের সভাপতিত্বে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপিত হয়। মূলতঃ এটিই ছিল সরকারী শিক্ষা সংস্থা।

১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে সরকারী শিক্ষা উদ্যোগ ছিল দু'টি–

- পুনা সংস্কৃত কলেজকে পরিচালনা করা।
- বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি ও বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

সরকারি আর্থিক সাহায্যে বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং পড়ো সর্দার নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য স্কুল স্থাপন করে দেশীয় শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ও ইংরেজি শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

বোর্ড অব এডুকেশন

১৮৪০ খ্রী: পর্যন্ত বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি এ অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে। এই সোসাইটি ৪টি ইংলিশ স্কুল এবং ১১৫টি জেলা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটির

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় বোর্ড অব এডুকেশন। প্রেসিডেন্টসহ ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই বোর্ডে তিনজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। উচ্চমানের দেশীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য নীতি নির্ধারণে প্রাথমিক স্তরেই দেশজ লেখা, পড়া ও গণিতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইরস্কিন পেরী (Sir Erskine Perry) বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষা ব্যবস্থার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বোম্বে সরকারকে বিষয়টি অবহিত করার পরও কোন সুরাহা না হলে ১৮৪৮ খ্রী: পেরী পদত্যাগ করেন। ফলে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে সরকার সম্পুর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকুলে সিদ্ধান্ত দেয়। তবে কলেজ স্তরে ইংরেজী মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যম হিসাবে থেকে যায়।

১৮৫৪ সালের চার্লস উডের ডেসপ্যাস-এ উল্লেখ করা হয় যে বোর্ড অব এডুকেশনের পরিচালনায় ১২,০০০ ছাত্র সংবলিত ২১৬টি ভার্নাকুলার স্কুল ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউসনে প্রশিক্ষক শিক্ষণের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। নব প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলগুলির মধ্যে সুরাট (১৮৪৪), রত্নগিরি (১৮৪৫), আহমেদাবাদ (১৮৪৬), ধারওয়ার (১৮৪৮), বোচ (১৮৪৯), কোলাপুর (১৮৫১), সাতারা (১৮৫২), রাজকোট (১৮৫৩), সোলাপুর (১৮৫৪) প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটি

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি

সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টা মাদ্রাজে অন্যান্য অঞ্চলের মত প্রবাহিত না হওয়ায় মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মুনরো ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের নিকট মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটিকে পুস্তক প্রকাশের অর্থ সাহায্য ও প্রতিটি তহশিলে একটি করে স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মুনরোর মৃত্যুর (১৮২৭ খ্রী:) পর বোর্ড অব ডাইরেক্টর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুনরোর প্রস্তাব অনুমোদন করে। ১৮৩০ সালের মধ্যে ৯টি জেলা স্কুল এবং ৬১টি তহশীলদারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বোর্ড অব ডাইরেক্টর এ বৎসর ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলে মাদ্রাজের তহশীল স্কুলগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে।

কমিটি ফর নেটিভ এডুকেশন

মাদ্রাজে বোর্ড অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠা ও বোর্ডকে গ্রান্ট প্রদান

ইতিমধ্যে দেশীয় ও মিশনারী প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এসঙ্গে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন এর যুব সদস্যরা যুগচেতনাকে অনুধাবন করতে শুরু করে। ১৮৩১ সালে কমিটি সদস্যবৃন্দ সমান দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে-প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী। ফলস্বরূপ কমিটির স্বাভাবিক কর্ম ব্যাহত হয়। এর ফলে পূর্বেকার পরিচালক সভার ঘোষিত নীতি (১৮২৭ খ্রী:) ও বেন্টিকের ভাষানীতি (১৮২৯) বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর সমর্থন (১৮৩০ খ্রী:) প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। দু-দলের মত অনুসারে সনদের আইনগত ব্যাখ্যার মত পার্থক্য ১৮৩৪ খ্রী: পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছিল। এ সময় মাদ্রাজের শিক্ষা প্রচেষ্টায় মেকলে ও লর্ড বেন্টিকের চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। বারে বারে সরকারি শিক্ষানীতি পরিবর্তনের ফলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজে সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টা খুবই নৈরাশ্যজনক ছিল। ১৮৩৫ খ্রী: মাদ্রাজের কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন বাতিল করে তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিটি ফর নেটিভ এডুকেশন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তহশীল স্কুলগুলি থেকে সরকারী দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় মাদ্রাজ হাইস্কুল এবং কলেজ। পরবর্তীকালে এটিই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৪৭ খ্রী: স্থাপন

করা হয় বোর্ড অব এডুকেশন। বোর্ডের হাতে এক লক্ষ টাকার ট্রেজারী গ্রান্ট অর্পন করা হয়। এই অর্থের একটা অংশ কুড্ডালোর (১৮৫৫ খ্রী:) ও রাজামুন্ডীর (১৮৫৫ খ্রী:) ইংরেজি স্কুলের জন্য ব্যয় করা হয় এবং বিশ হাজার টাকা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

শিক্ষা পরিচালনায় স্থানীয় সরকার

উত্তর-পশ্চিম ভারত

১৮৪৩ খ্রী: পর্যন্ত এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা সরকার কর্তৃক পরিচালিত ছিল। এ বৎসরে প্রথম বারের মত স্থানীয় সরকারের উপর শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। এই প্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর মি. থোমাসন (Mr. Thomason) রেভারেন্ড এ্যাডামের অনুকরণে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। এটি থোমাসন প্ল্যান (Mr. Thomason Plan) নামে পরিচিত।

স্থানীয় সরকারের শিক্ষা পরিচালনা

১৮৪৪ খ্রী: এই অঞ্চলে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৪৫ খ্রী: স্থাপিত স্কুলগুলির এক সমীক্ষায় জানা যায় যে সমস্ত প্রদেশে ইংরেজি ও মিশনারী স্কুলসহ মোট স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯৬৬। ১৮৪৬ খ্রী: এক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতি দুইশত বাড়ি পিছু গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং জমিদারদের আয় থেকে শিক্ষকদের বেতন দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর এই পরিকল্পনায় সম্মতি না দেয়ায় ১৮৪৮ খ্রী: নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৮৪৯ খ্রী: সরকার এই পরিকল্পনায় সম্মতি প্রদান করে। নতুন পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিল–

- প্রতিটি তহশিলে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপিত হবে।
- প্রধান শিক্ষকের বেতন হবে মাসিক ১০ থেকে ২০ টকা।
- পাঠ্য তালিকা হবে পড়া, লেখা, হিসাব শিক্ষা, ইতিহাস ও ভূগোল।
- মাসিক ১০০ থেকে ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হবেন একজন জেলা পরিদর্শক এবং তাকে সাহায্য করবেন ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেতনের তিনজন পরগণা পরিদর্শক। এছাড়া এক হাজার টাকা মাসিক বেতনে একজন সাধারণ পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন।

কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর প্রদেশের ৩১টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনুমতি প্রদান করে। মথুরার কালেক্টর মি. আলেকজান্ডার গভর্ণর মি. থোমাসনকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। তিনি ১৮৫১ খ্রী: প্রতিটি 'হলকা' (অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রামের সমাহার) অঞ্চলে একটি করে আদর্শ স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এসব স্কুলের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জমিদার আদায়কৃত রাজস্বের একভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে সম্মত হয়। মি. আলেকজান্ডারের অণুকরণে আরও ছয়টি জেলায় একই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রী: দেখা যায় যে ৭৫৮টি বিদ্যালয়ে সত্তর হাজার ছাত্র পড়াশোনা করছে।

উচ্চ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লী, আগ্রা, বারানসী সরকারী কলেজ। ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আগ্রার সেন্ট জন্স কলেজ। ঐ বৎসর আগ্রাতে একটি নরমাল স্কুলও স্থাপিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত খ্রী: কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠন করা হয়?
   ক. ১৮২২
   খ. ১৮৩২
   গ. ১৮৪২
   ঘ. ১৮৫২

২. ১৮৪৯ খ্রী: নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক তহশিলে কী ধরনের স্কুল স্থাপন করার কথা বলা হয়?
   ক. একটি করে বাংলা স্কুল
   খ. একটি করে ইংরেজি স্কুল
   গ. একটি করে মডেল স্কুল
   ঘ. একটি করে কারিগরি স্কুল

৩. 'হালকা' কী?
   ক. অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রামের সমাহার
   খ. অনেকগুলি ছোট ছোট ইউনিয়নের সমাহার
   গ. অনেকগুলি ছোট ছোট মহল্লার সমাহার
   ঘ. অনেকগুলি ছোট ছোট সমিতির সমাহার

উত্তরমালা: ১. গ; ২. গ; ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কত সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়েছিল?
২. ১৮৩৭ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অধীনে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল?
৩. বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি কী কারণে গড়ে উঠেছিল?
৪. বোর্ড অব এডুকেশন কখন, কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
৫. থোমাসন প্ল্যান কী?
৬. ১৮৪৯ খ্রী: নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার সিদ্ধান্তসমূহ কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ১৮৪৮ খ্রী: নতুন পরিকল্পনার সিদ্ধান্তসমূহ লিখুন।

পাঠ ৫.২: ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ ভারতে শিক্ষামূলক নীতি ও প্রশাসন
British Indian Educational Rules and Administration in the Second-Half of Ninetieth Century

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইংল্যান্ডের রাণীর ভারতের ক্ষমতা গ্রহণ ও সমকালে ভারতের শিক্ষা কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের শিক্ষা পরিশাসন ও পরিচালন কিভাবে সংগঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঁচটি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

উনিশ শতকের দ্বিতায়ার্ধে ভারতে শিক্ষা পরিশাসন ও পরিচালন

চার্লস উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) পুর্ব কোম্পানী শাসিত বাংলা, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড এবং কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত ছিল। উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা বোর্ড বা কাউন্সিলের পরিবর্তে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৮৫৫ খ্রী: মধ্যে ৫টি প্রদেশে জন শিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন করা হয় এবং স্কুল পরিদর্শন ও গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথার প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন জনশিক্ষা পরিচালক (Director of Public Instruction) যাকে সংক্ষেপে বলা হত ডিপিআই (DPI)। তাঁর অধীনে একজন দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক ছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা। জনশিক্ষা পরিচালকগণ স্ব স্ব প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে সরকারের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করতেন। উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪ খ্রী:) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সরকার মনোনীত ফেলোদের নিয়ে গঠিত সিনেট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে। উডের ডেসপ্যাচের (১৮৫৪ খ্রী:) সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৭ খ্রী: কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের রাণীর ভারতের ক্ষমতা গ্রহণ ও শিক্ষা কার্যক্রম

বিদেশি শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য ১৮৫৭ ঘটে গেল সিপাহী যুদ্ধ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সিপাহীদের প্রচেষ্ঠা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইষ্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হল। ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে প্রথম ভারত সচিব নিযুক্ত হলেন লর্ড ষ্টানলী। লর্ড ষ্টানলী (ডেসপ্যাচ ১৮৫৯) ঘোষণা করলেন যে শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতির পরিবর্তনের কোন কারণ নেই। তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য

অধিক সংখ্যক শিক্ষক- শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সংকুলানের জন্য বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক শিক্ষা কর ধার্যের উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। কাজেই শাসক পরিবর্তন হলেও শিক্ষা পরিচালন ও পরিশাসন কাঠামো পূর্বের মতই রয়ে গেল। এই কাঠামো ভারতের শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন (১৮৮২) রির্পোট কার্যকরী করার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা জেলা বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড কর্তৃক পরিচালনার প্রস্তাব ও স্কুল বোর্ড গঠন

হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেন,যে কোন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। তাই প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনকে গণমূখী করতে কমিশন সুপারিশ করে যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড- এর হাতে থাকবে। এই সব আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এলাকায় স্কুল বোর্ড গঠন করবে। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা নিজেদের গঠিত স্কুল বোর্ড নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিবে। এই জন্য নতুন স্কুল স্থাপন করে অথবা পুরাতন স্কুলগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব এই বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হবে। কিন্তু কমিশন যে আশা করে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করতে চেয়েছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতার অভাবে শিক্ষা বোর্ডগুলি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান করতে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ

তৎকালীন ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল বলে কমিশন সরকার থেকে মুসলিম স্কুলগুলিকে সাহায্য, ছাত্রদের বৃত্তি ও বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়ার সুপারিশ করে। এছাড়া মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নিম্ন ও মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান পরিদর্শক নিযুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন শিক্ষা পরিকল্পনায় ভারতে প্রথমবারের মত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল?
   ক. উড ডেসপ্যাচ-এ
   খ. সার্জেন্ট পরিকল্পনা
   গ. হাণ্টার শিক্ষা কমিশন
   ঘ. লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

২. বৃটিশ ভারতের প্রথম ভারত সচিব হিসেবে কে নিযুক্তি পান?
   ক. লর্ড ডালহেসী
   খ. লর্ড বেণ্টিং
   গ. লর্ড স্টানলী
   ঘ. লর্ড রিপন

৩. ভারতের প্রথম ভারত সচিব প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের জন্য কোন ধরনের কর ধার্যের কথা বলেছিলেন?
   ক. বাধ্যতামূলক বিভাগীয় শিক্ষা কর
   খ. বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক শিক্ষা কর
   গ. বাধ্যতামূলক জাতীয় শিক্ষা কর
   ঘ. বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক শিক্ষা কর

উত্তরমালা: ১. ক; ২. গ; ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কোন ৫টি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়েছিল?
২. প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তব্য কী ছিল?
৩. কত সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হয়েছে তার একটি বিবরণ দিন।

পাঠ ৫.৩: বিশ শতকে বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় প্রশাসনিক প্রেক্ষিত
Administrative Contexts of Education: Twentieth Century in British India

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ শতকে উপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ভারতে শিক্ষা প্রশাসনে জটিলতার বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন অনুমোদনের ফলে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ শতক

বিশ শতকে বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি কেন্দ্রীয়করণের ধারা (১৯০০-১৯১৯) আর দ্বিতীয় ধারাটি ছিল বিকেন্দ্রীকরণের ধারা (১৯১৯-১৯৪৭)। এ শতকের প্রথম ভাগে বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) এবং খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) এর সময় শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গৃহীত হয়। ১৯১৯ সালে কাউন্সিল এ্যাক্ট-এর ধারা অনুযায়ী শিক্ষা প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসনের অধীনে এসে পড়ে। পরবর্তীকালে ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুসারে শিক্ষা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (হান্টার কমিশন ১৮৮২) সুপারিশ অনুযায়ী শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। এই ব্যবস্থা ১৮৮২-১৯০২ পর্যন্ত বলবত ছিল। ১৯০৪ খ্রী: সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবে (Government Resulution of Education Policy of 1904) এই নীতির পরিবর্তন করা হয়। এই প্রস্তাবে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার বিদ্যালয়কে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুমোদনের শর্তাদিও স্থির করা হয়। শর্তগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কলেজ অনুমোদনের শর্তাদির মত ছিল। কেবলমাত্র অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলো গ্রান্ট-ইন-এইড লাভ করত। এতদব্যতীত যে সব বিদ্যালয়ের ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত সে সব বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনের সাথে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিত সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন নিতে হত। ফলে বিদ্যালয়গুলোর উপর দুই প্রকারের অনুমোদন প্রথার প্রবর্তন হয়। প্রথম শিক্ষা বিভাগের, দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বিভাগের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধার সৃষ্টি হত। এই যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনের ফলে কিছুটা সুবিধা হয়।

শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলো নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী ছিল:

- সরকারি গ্রান্ট-ইন-এইড লাভ;
- সরকারি পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র প্রেরণ এবং
- সরকারি ছাত্র-বৃত্তি ভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যাতে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহিত হয় সে উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে অধিক পরিমাণে গ্রান্ট-ইন-এইড অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ সঙ্গে অনুমোদনের শর্তগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচেছ কিনা সে সব বিষয় দেখাশুনা করার জন্য একদল পরিদর্শক নিয়োজিত ছিল। পরিদর্শকদের প্রতি নির্দেশ ছিল- তাঁরা শুধু শিক্ষার ফলাফলেরই বিচার করবেন না, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দিবেন।এতদব্যতীত অনুমোদনবিহীন বিদ্যালয়গুলোকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য অননুমোদিত বিদ্যালয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এতে অননুমোদিত বিদ্যালয়গুলোর মর্যাদা ও কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে খর্ব হয়।

ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন

১৯০৪ খ্রী: শিক্ষা পলিসির প্রশাসনিক কাঠামোর নতুন সংযোজন হল ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন (Director General of Education) পদের সৃষ্টি। ইতিপূর্বে উডের ডেসপাচের (১৮৫৪) সুপারিশ মতে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের (Department of Public Instruction) সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সংযোগ এবং কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন পদটি সৃষ্টি করা হয়।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতির ফলে ভারতবাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বতোভাবে বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেছিল। এতদসত্ত্বেও বৃটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর মনোভাব অবলম্বন করলে ভারতবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করার মানসে ভারত সচিব মন্টেগু ভারতে আসেন। তিনি এবং ভারতের তৎকালীন বড়লাট চেমসফোর্ট যুক্তভাবে এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের আলোকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ভারত সংস্কার আইন" (১৯১৯) প্রবর্তন করা হয় যা মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার নামে খ্যাত। এই আইন অনুযায়ী বড়লাটের শাসন পরিষদে দুইজন ভারতীয় সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সঙ্গে সমগ্র ভারতের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুই পরিষদ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভার সৃষ্টি করা হয়।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্ভুক্তিকরণ

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে প্রাদেশিক বিষয়ে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তাকে দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কী (Dyarchy) নামে অভিহিত করা হয়। এই আইনে প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বিষয়গুলোকে সংরক্ষিত বিভাগ (Reserved) এবং হস্তান্তরিত বিভাগ (Transferred) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। শিক্ষা ছিল হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যদের অধীনে ছিল সংরক্ষিত বিভাগগুলো। হস্তান্তরিত বিভাগগুলো পরিচালনা করতেন দায়িত্বশীল মন্ত্রী। গভর্ণর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করতেন। মন্ত্রীগণ তাঁদের কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী থাকতেন।

ভারতীয় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিক্রিয়া

শিক্ষা বিভাগের হস্তান্তরে ভারতীয় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় শুরুতেই আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে ভারতীয়দের হাতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলো এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করে। সংযুক্ত প্রদেশ (ইউপি) ব্যতীত কোন প্রাদেশিক সরকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত করার পক্ষে ছিল না।

ভারত শাসন আইন (১৯১৯) ও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারত শাসন আইনে (১৯১৯) এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের শিক্ষা এবং কিছু কিছু অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা (যেমন- বাংলা প্রদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং) প্রাদেশিক, কিন্তু সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থাকে হস্তান্তরিত বিষয়রূপে গণ্য করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলের শিক্ষা, বেনারস, আলীগড় প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশীয় রাজাদের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা সংরক্ষিত, কিছুটা হস্তান্তরিত, আবার কিছুটা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সংকট দেখা দেয়।

দ্বৈত শাসনে শিক্ষায় সমস্যা

নির্বাচিত মন্ত্রীগণ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথমেই অর্থনৈতিক বাধার সম্মুখীন হন। কারণ অর্থ ছিল সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগার করতে ধর্ণা দিতে হত অর্থ বিভাগে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সহজলভ্য ছিল না। ফলে শিক্ষা প্রসারের জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব তো হত না, এমনকি অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও খুব কঠিন কাজ ছিল।

শিক্ষা বিভাগে প্রশাসনিক জটিলতা

শিক্ষা বিভাগ পরিচালনায় মন্ত্রীদের ক্ষমতা খুবই সীমিত ছিল। শিক্ষা বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ইউরোপীয়ান I. E. S (Indian Education Service) অফিসারগণ। তাঁরা ভারতীয় মন্ত্রীদের পাত্তা দিতে চাইতেন না। মন্ত্রীদের হাতে ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা। আর এইসব নীতি বাস্তবায়নের ভার ছিল শিক্ষা বিভাগের। এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হত। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ও বিরূপ মনোভাবের ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দূর করার লক্ষ্যে লী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯২৪ খ্রী: থেকে শিক্ষা বিভাগের জন্য I. E. S অফিসার পদে নিয়োগদান বন্ধ ছিল। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে যতদিন পর্যন্ত প্রাক্তন I. E. S অফিসারগণ ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রীগণ পর্যাপ্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেননি। এ সমস্যা আর এক নতুন দ্বৈতশাসনরূপে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাকে জটিলতর করে তুলেছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ও হার্টগ কমিটির মন্তব্য

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে শিক্ষার জন্য পূর্বে যে অর্থ প্রদান করা হত তা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থ সংকট দেখা দেয়। শিক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এ উদাসীনতাকে 'হার্টগ কমিটি' (সাইমন কমিশন [১৯২৭] এর শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটি, এ কমিটি ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক তদন্ত করে ১৯২৯ সালে রিপোর্ট পেশ করেছিল; যা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'হার্টগ রিপোর্ট নামে খ্যাত'।) অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলে বর্ণনা করেছিলেন। হার্টগ কমিটি প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অর্থ এবং পরামর্শ দিয়ে শিক্ষা বিস্তারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন

১৯২১ সালে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) গঠন করা হয়। এ বোর্ডের দায়িত্ব ছিল - প্রাদেশিক শিক্ষা সমন্বয় সাধন

এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করা। দু'বছর পর এরূপ একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যয়-সংকোচনের অজুহাতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে প্রাদেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরস্পর বিছিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যাগুলো সমাধানের সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। উপনিবেশিক সরকার এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষা বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়ায় এ বিভাগের পূর্ব গুরুত্ব রইল না। অতঃপর ব্যুরো অব এডুকেশন (Bureau of Education) বন্ধ করে দিয়ে সরকার চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়। পরবর্তী সময়ে হার্টগ কমিটির সুপারিশে ১৯৩৫ খ্রী: কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) এবং ১৯৩৭ খ্রী: ব্যুরো অব এডুকেশন (Bureau of Education)-কে পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে শিক্ষা পুরোপুরি প্রাদেশিক সরকারের আওতাভুক্ত হয়। এ আইনে প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বলে কোন ভেদ থাকল না। প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ স্ব স্ব প্রদেশের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী), ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ামসহ কেন্দ্র পরিচালিত এরূপ অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ছাড়া সামরিক বিভাগের শিক্ষা, আলীগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহাসিক সৌধসমূহের সংরক্ষণ, প্রাচীন নথিপত্র, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে ছিল।

উল্লিখিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিষয়গুলো ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংরক্ষিত বিভাগের অধীন রইল না। ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রবর্তনের ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা প্রসারের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ পায়। এ সময়ে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্কদের শিক্ষা ও হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের (Central Advisory Board of Education) সুপারিশে কেন্দ্রে ১৯৪৫ খ্রী: ১লা সেপ্টেম্বর থেকে 'শিক্ষা' একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়। এটি ছিল সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী বিভাগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বৃটিশ ভারতে বিশ শতকে কয়টি ধারায় শিক্ষা পরিচালিত হয়েছিল?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

২. প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসী কেন বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেছিল?
ক. বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণে
খ. বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণে
গ. বৃটিশ সরকার কর্তৃক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়ার প্রতিশ্রুতির কারণে
ঘ. বৃটিশ সরকার ভারতের সকল রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণে

৩. কত সালে ব্যুরো অব এডুকেশনকে পুনর্গঠিত করা হয়?
ক. ১৯১৭ সালে খ. ১৯২৭ সালে
গ. ১৯৩৭ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

উত্তরমালা: ১. ক; ২. খ; ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশ শতকে বৃটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত ধারাগুলো কি কি?
২. কোন প্রস্তাবে ও কত সালে সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল?
৩. যুগ্ম অনুমোদন প্রথা কী?
৪. অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলো কী কী সুযোগ লাভ করত?
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন পদটি কী কারণে সৃষ্টি করা হয়েছিল?
৬. ভারত সংস্কার আইন (১৯১৯)-এ প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলোকে কত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং কী কী? শিক্ষা কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
৭. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হতেন?
৮. কী কারণে প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা গঠন করা হয়েছিল?
৯. কোন কোন শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল?
১০. কোন আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হাতে পায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯০৪ খ্রী: শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবের উল্লেখপূর্বক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করুন।
২. উপনিবেশিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে কিভাবে বিকেন্দ্রীভূত হয় তা বর্ণনা করুন।